ISSN 2394-5656

শিশুসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

লালপরি নীলপরি

নবনীতা দেব সেনের শিশুসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদক আসরফী খাতুন

লালপরি নীলপরি

ISSN 2394-5656
শিশুসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা
লালপরি নীলপরি

আসরফী খাতুন
সম্পাদক

লায়েক মইনুল হক
সহসম্পাদক

বর্ষ-১৮, সংখ্যা-২০, অগ্রহায়ণ ১৪২৬
Year-18, Issue-20, Dec.- 2019

প্রচ্ছদ ছবি : **নবনীতা দেব সেনের পারিবারিক অ্যালবাম থেকে।**
প্রচ্ছদ,বর্ণস্থাপন ও অলংকরণ: মলয় মণ্ডল

সহযোগিতায় **শ্রাবন্তী, তিয়াস ও কানাইদা**

সম্পাদকীয় দপ্তর
মেঘনা, ৭২ বি.সি. রোড
(সি.এম.এস. স্কুল সন্নিকট)
পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১
মো :- ৯৪৩৪৩৩০৬০৩

প্রাপ্তিস্থান

- দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- পাতিরাম, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
- পুস্তক বিপণি, কলকাতা
- মেঘনা, ৭২ বি.সি. রোড, পূর্ব বর্ধমান

যোগাযোগ
এ.এল.মিত্র লেন, টিকেপাড়া
বি.সি.রোড, বড়বাজার
মসজিদ সন্নিকট
পূর্ব বর্ধমান -৭১৩১০১

মুদ্রাকর, প্রকাশক, স্বত্তাধিকারী এবং সহ সম্পাদক-**লায়েক মইনুল হক** কর্তৃক
মেঘনা ৭২ বি.সি. রোড, পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১ পঃ বঃ ভারত হইতে প্রকাশিত
মুদ্রণ- সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা প্রিন্টিং, কলকাতা-৯
সম্পাদক-**আসরফী খাতুন**, এ.এল.মিত্র, লেন, টিকেপাড়া, বি.সি.রোড
বড়বাজার মসজিদ সন্নিকট, পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩১০১, পঃ বঃ ভারত
মো ঃ ৯৪৩৪৩৩০৬০৩/৯৪৭৪০৪১৬৫৩
ই-মেল- asrafikhatun@gmail.com
whats App- **9474041653**
Website- www.lalparinilpari.com

বিনিময় - ৪৬০ টাকা

ISSN 2394-5656
শিশুসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

লালপরি নীলপরি

WBBEN, 11950/25/1/02/TC/493
বর্ষ - ১৮, সংখ্যা - ২০ অগ্রহায়ণ - ১৪২৬
Year-18, Issue-20, Dec- 2019

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
ড. পিনাকেশ সরকার
ড. সুমিতা চক্রবর্তী
ড. লায়েক আলি খান
ড. কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী
ড. তপোধীর ভট্টাচার্য

আসরফী খাতুন (অবৈতনিক)
সম্পাদক

লায়েক মইনুল হক
সহসম্পাদক

শিশু সাহিত্যে নগরায়ণ

সেক আপতার হোসেন

সাহিত্যিক নবনীতা দেব সেনের জীবন কেটেছে শহরে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর রচনায় নগরায়নের ছাপ থাকবে। সেই সঙ্গে ছাপ পড়েছে সময়েরও। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী লেখকগনের হাতে শিশু সাহিত্যে মূলত গ্রাম জীবন ছাপ রেখেছিল। নবনিতা দেবসেন এর হাতে সেই ধারা ভিন্ন মাত্রা পেল। আমরা নির্বাচিত গল্পপ্রসঙ্গে তার পরিচয় খুঁজে পাব।

মেঘ দেখে মন উচাটন— এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'মেঘদূতম'। অলকাপুরীতে থাকা যক্ষ প্রীয়ার জন্য রামগীরিতে নির্বাসিত যক্ষের 'মন কেমন করা' আজও পাঠক ভোলেনি। তবে নবনীতা দেব সেন রচিত 'মনকেমনের গল্প' এর রুবাই চরিত্রের মন কেমন করার কারণ আলাদা। আমরা প্রত্যেকেই বৃষ্টি জড়িত স্মৃতি মেদুর ঘটনার সাক্ষী। তবুও রুবাই এর মন কেমন করা দেখে ক্লান্ত হইনা। প্রাক্-বৃষ্টির মুহূর্তের আনন্দঘন স্মৃতিগুলি আমাদের চমকিত করে। ফিরে আসে সেই আম কুড়ানোর কথা। বাজার যাওয়া-আসার পথে কিংবা জানালার ফাঁক দিয়ে বর্ষা দিনের সেই স্বচ্ছ মেঘগুলির মহনীয় আকর্ষণ শক্তি। স্কুল ফেরত পথে হঠাৎ বৃষ্টি আসার ফলে কারো বাড়ির চালের নিচে নিজেকে রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা। কারণ মন চাইতো বৃষ্টির স্বাদ নিতে, সেই সঙ্গে বাড়ির লোক দেখতে পেলে যেন বলতে পারি আমরা তো বৃষ্টিকে আড়াল করার চেষ্টা করছি। কিন্তু 'মন কেমনের গল্পে' দেখি অন্য রূপ। রুবাই বাড়ির বারান্দায় দু-হাত তুলে বৃষ্টিকে আপ্যায়ন করে তবুও তার মন কেমন করে। বৃষ্টি আসার আগে তার এক রকম মন কেমন করে, বৃষ্টির সময় এক রকম মন কেমন করে এবং বৃষ্টির পর এক রকম মন কেমন করে। স্বত:স্ফূর্ত আনন্দের সে অংশী হতে পারছে না। কারণ আমাদের গ্রামের পরিবেশ এবং রুবাইয়ের শহরের পরিবেশ এক নয়। সময় এক হলেও হতে পারে।

সভ্য জগতের নিয়মনীতির বাঁধনে জীবনের সরলতাকে বাঁধার চেষ্টা করা হয়। তাই রুবাই-এর মনে হয়েছে—

'বিষ্টি একটু যদি আসেই আমাদের ঘরের মধ্যে বেড়াতে—ক্ষতি কী তাতে ?'

সরল মনের এই চাওয়া-পাওয়াগুলি স্বাভাবিক কিন্তু আধুনিকতার ঘেরাটোপে শহর কোলকাতায় তা মানায় না। তাই রুবাই-এর ইচ্ছে করলেও তাকে বৃষ্টি ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে— কারণ প্রবল বৃষ্টিতে ছোটো ছোটো মাটির টবগুলি থেকে দিদিমার নামাঙ্কিত সোঁদা মাটির গন্ধ তেমন একটা পাওয়া যায় না। এ ঘটনাই প্রমান করে— দিদিমা নেই, দিদিমার সময়ও নেই। এমন কি দিদিমার সময়ের মাটিও নেই। টবের মধ্যে তার স্মৃতিটুকু বেঁচে আছে। আর এভাবেই দিদিমার প্রয়াণে দিদিমার যুগের প্রয়াণ দেখানো হয়েছে। তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাও সদর্থকজনক। 'মেঘদূতের' যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার মিলন

হয়তো একদিন হবে। সে মিলন ঘটাবে মেঘ। আলোচ্য গল্পেও মেঘের আশির্বাদে বৃষ্টি মিলন ঘটায় রুবাই এবং দিদিমার। তাই শহুরে ফ্লাটের ছাদের কোনে রুবাই-এর সোঁদামাটির গন্ধ আগলে রাখার চেষ্টা।

'মৌ' গল্পে গড়ে উঠেছে মৌ নামক একটি ছোট্টো মেয়েটির বিড়াল ছানার হৃদ্যতার সম্পর্ক। বাংলা সাহিত্যে পশু-প্রেম কেন্দ্রিক গল্প অনেক রচিত হয়েছে। তবে পশু-প্রেম কে কেন্দ্র করে নাগরিক মনের ছবি দুর্লভ। এ দিক থেকেও 'মৌ' গল্পটি মৌলিকতার দাবি রাখে। মৌ এবং তার মায়ের কথোপোকথনে আমরা নাগরিক মনের অস্তিত্ব খুঁজে পাই—

'জীবজন্তু পুষতে চাও পুষতে পারো, কিন্তু তার সব ভার নিতে হবে তোমাকে। তার চান-খাওয়া, হিসি-পটি, ওষুধপত্র, সব দায়িত্ব তোমার। তুমিই তার মা। আমি নই। আমি তাকে দেখতে পারবো না। তোমাকে আর তোমার বাবাকেই ঠিকমতন দেখতে আমি সময় পাই না অফিস করে এসে।'

বাংলা সাহিত্যে পশু এসেছে নানা গল্পে। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' হোক কিংবা আবদুল আজীজ আল্-আমনের 'আত্মজ'; আমরা দেখেছি পশুকে পরিবারের একজন হয়ে উঠতে। সমস্ত দায়িত্ব এবং দায়ভার সবাই ভাগ করে নিয়েছে। আসলে গ্রামের পরিবেশে বিষয়টিকে কেউ কোনো দিন বোঝা হিসেবে দেখেনি। কিন্তু নাগরিক মননে সিক্ত মৌ গল্পে আমরা ভিন্ন চিত্র দেখলাম। একথা সত্য যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রই এককালে মানুষকে পশু থেকে আলাদা হতে সাহায্য করেছিল। এ মানুষ কেবল সর্বভূক নয়, সে সর্বব্যাপী সহানুভূতি সম্পন্ন। সেই ব্যক্তি সাতন্ত্রের বিবর্তিত স্বরূপ আজ মানুষকে বড়ো আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। প্রতিযোগিতা মূলক জীবন যাপন পদ্ধতিতে আজ মানুষের কাছে সব আছে, কিন্তু সময় নেই। এই নাগরিক সভ্যতার দৃষ্টান্ত বহন করছে মৌ-এর মা। তাই অফিষ এবং পরিবারের বাইরে সময় দেওয়ার সাধও নেই সাধ্যও নেই। মৌ শৈশব অতিক্রম করেনি এখনো। তবুও তাকে দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ তার নাগরিক মন গড়ে ওঠা এখনো বাকি।

নবনীতা দেব সেনের অন্যতম একটি রূপকথাধর্মী শিশু উপযোগী রচনা 'মনময়ূরীর গল্প'। গল্পটি আধুনিক কার্টুনধর্মী রম্যকাহিনি। গল্পবিষয়ে দেখা যায়— মনময়ুরী নামক শিশু চরিত্রটি গাছ-গাছালি, পশুপাখি সবার সঙ্গেই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। বিষয়টিকে আমরা সর্বপ্রাণবাদের পরবর্তী স্তর হিসেবে দেখতে পারি। সর্বপ্রাণবাদে শিশু পৃথিবীর সমস্ত কিছুকেই জীবন্ত সত্তা হিসেবে দেখে। তাই দেওয়ালে মাথা ঠোকা হয়ে গেলে শিশুও দেওয়ালকে মারার চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের পরিজনরাই বিষয়টি কে শিশুদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করায়। তাই দেখা যায় কোনো শিশু যদি কোথাও ধাক্কা লেগে কাঁদার উপক্রম করে, তখন পরিজনেরা সেই নির্দিষ্ট নির্জীব বস্তুকে আঘাৎ করে। অনেক ক্ষেত্রেই শিশু শান্ত হয়ে যায়। কারণ তার প্রতিশোধ প্রবণ মনকে প্রশমিত করা হয়েছে। এই শিশু যখন ক্রমশ বড়ো হতে থাকে। তখন সে জ্ঞান হওয়ার সাথে সাথে

বুঝতে শেখে কোনটা জীবিত বস্তু আর কোনটা নির্জীব বস্তু; কারা ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে আর কারা পারেনা। এ সব কিছু জানার পরেও সে কিন্তু সহজে বিষয়গুলিকে নিরপেক্ষ ভাবে দেখতে পারে না। কারণ বিগত দিনগুলি সে অতিবাহিত করেছে নির্দিষ্ট একটি ভাবনায়। মনবিজ্ঞানী প্যাভলব তাঁর আচরণবাদে বিষয়টিকে সমর্থন করেন। যে সময়ের মধ্যে যে পরিবেশের মধ্যে মানুষের মন গড়ে ওঠে সেই সময় এবং পরিবেশ প্রভাবিত করে। তাই মনময়ূরী বড়ো হলেও, সে এখনো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছে বাগানের ময়ূরের সাথে, পুকুরের ব্যাং বাবাজির সাথে, মাছেদের সাথে এমনকি গাছের সঙ্গেও। তাই স্কুল যাওয়ার পথে মনময়ূরী ডেকে ওঠে—

'ও কদম গাছ গুড মর্নিং, আমি ইস্কুলে চললুম। তুমি সব ফুল ফুটিয়ে দিয়ো না যেন।'

ময়ূরকে ডেকে বলে—' ময়ুর ও ময়ুর, আমি চলে যাচ্ছি ইশকুলে, সেই বিকেল বেলাতে দেখ হবে। আমি না ফিরে এলে নেচো না যেন!'

'ময়ূর' শব্দের দ্বিত্ব উচ্চারণ আন্তরিকতা এবং সম্পর্কের গভীরতা প্রকাশ করেছে। কেবল বস্তুজগৎ নয়। আকাশে মেঘ উঠলেও মনময়ূরী বলে ওঠে—

'মেঘ মেঘানি মেঘের রানি
বৃষ্টি এনেছ
জল-ঝমঝম গা-ছমছম
বিজলি হেনেছ
মেঘ মেঘানি মেঘের রানি
ভয় দেখিয়ো না
দোহাই তোমায় লক্ষী মেয়ে
বান ডাকিয়ো না।'

সুন্দর একটি ছড়া, ছন্দের মাধুর্যে ভরপুর আনন্দের যোগান দেয় শিশুমনকে। কিন্তু এর মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে কূটনৈতিক মনস্তত্ব। অনেক সময় অপ্রিয় বিষয় বা নামকে সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ইংরেজিতে একে বলে euphemism। অধিক বৃষ্টি জনিত বন্যাতে মানুষের অর্থনাশ ঘটে, অথচ মেঘের রানিকে বলা হয়েছে 'লক্ষী মেয়ে'। এ ধরনের নামকরণ বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়। মঙ্গলকাব্যে আমরা তার প্রয়োগ দেখেছি। কিন্তু শিশু সাহিত্যে ? এই অনুপ্রবেশ স্মার্ট নাগরিক মনের অস্তিত্বকেই স্মরণ করায়।

ঘটনাক্রমে দেখা যায়— বজ্রকীট নামে রাজামশাইয়ের এক শত্রু মনময়ূরীকে বন্দি করে দৈত্যপুরীতে নিয়ে যায়। আকাশ, বাতাস, পশু-পাখি সবাই মিলে মনময়ূরীকে উদ্ধারে যায়। রাজামশাই ঘোষণা করেন যে মনময়ূরীকে উদ্ধার করে আনতে পারবে তার সঙ্গে মনময়ূরীর বিবাহ দেওয়া হবে। বাতাস প্রবল ঝড় তুলে দৈত্যপুরীকে বেসামাল করে তুললো। বানের জলে ভেসে গেল দৈত্যপুরীর সৈন্য। ঈগলপাখি বাতাসকে বলল

'স্ট্যাচু' । বাতাস দাঁড়িয়ে গেল। মনময়ূরীকে উদ্ধার করে আনলো সবাই মিলে। সবার আনন্দ ধরে না। গল্পটি একদিকে যেমন রূপকথার আবহ তৈরী করতে পেরেছে। অন্যদিকে আধুনিক কার্টুনধর্মী চিত্রকাহিনির মতই শিশু সুলভ আকর্ষণীয়তা বজায় রেখেছে। তবে গল্পটির বিশেষত্ব এই যে আধুনিক নাগরিক মনের অস্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছে গল্পটি। যখন সবাই মিলে মনময়ূরীকে উদ্ধার করে আনে তখন পূর্ব সম্মতি অনুযায়ী বিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ আসে। কিন্তু মনময়ূরী জানায়—

'ধূৎ এরা আমার বর হবে কি? এরা তো সবাই আমার বন্ধু! বর খুঁজতে হবে আরেকবার। আরেকটা কোনো পরীক্ষা দিতে হবে তাদের। একুশের অনেক দেরি আছে এখনও।'

উক্তিটির মধ্যে যে বিষয় স্পষ্ট হয় তা হল আত্ম সচেতনাবোধ। এই আত্মসচেতনতা বোধ থেকেই মনময়ূরী বন্ধুত্বের সম্পর্কে মর্যাদা দিয়েছে; অপরদিকে বাল্য বিবাহে জর্জরিত জনস্রোতকে নব মোহানার অভিযাত্রী হওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। নাগরিক মন এই স্রোতের অনুকূল যাত্রী শুধু নয়, সেইসঙ্গে হাল ও পালের নিয়ন্ত্রক।

নবনীতা দেব সেনের শিশুসাহিত্য একদিকে যেমন জমাটি গল্প বলে, অন্যদিকে তেমনি সরল ভাষা এবং শ্রুতিমধুর ছন্দে ভাবের উপস্থাপনে সিদ্ধহস্ত। সেইসঙ্গে নগরায়ণের প্রকাশে মাল্টি ইম্প্রেশনের অভিব্যক্তি গড়ে তোলে। যা প্রচলিত শিশুসাহিত্যের ধারায় অভিনবত্ব দেখায়।

LALPARI NILPARI ISSN 2394-5656, WBBEN 11950/1/02TC/493
Year-18., issue-20, Dec 2019 অগ্রহায়ন ১৮২৬, RNI reference no:. 1346735

23945656

LALPARI NILPARI (ISSN 2394-5656) Children's Megazine, Year-18, Issue-20
Dec 2019 Printed, Published & Owned by Layek Mainul Hoque,
Printed at Siddeswari Kalimata Printing, Kolkata - 9, Mob. : 9830035917
Published at 72, B.C. Road, 'Meghna' (Near C.M.S. School), Purba Bardhaman,
Pin - 713101, West Bengal, India,
Editor : Asrafi Khatun, A. L. Mitra Lane, Tikepra, B.C. Road,
Near Barabazar Masjid, Purba Bardhaman, Pin - 713101
Mob : 9434330603 / 9474041653 / 8250737542
Whats App : 9474041653 • E-mail : asrafikhatun@gmail.com
Website : www.lalparinilpari.com

₹ 460